**আন্তর্জাতিক স্থানীয় সরকার সম্মেলন ২০১৩ উদ্বোধন অনুষ্ঠান**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র, বুধবার, ২০ মার্চ ২০১৩, ৬ চৈত্র ১৪১৯

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

অনুষ্ঠানের সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ,

উপস্থিত সুধিমন্ডলী,

আসসালামু আলাইকুম।

মিউনিসিপ্যাল এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশ ইউনিয়ন পরিষদ ফোরাম আয়োজিত আন্তর্জাতিক স্থানীয় সরকার সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

দেশের বিভিন্ন পৌরসভার মেয়র ও কাউন্সিলর, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ এবং বিদেশ থেকে আগত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিবৃন্দের এ মিলনমেলায় উপস্থিত হতে পেরে আমি আনন্দিত। আমি আশা করি, এর মধ্য দিয়ে জনগণকে আরও বেশী কার্যকর সেবাদানের লাগসই উপায় বেরিয়ে আসবে। দক্ষিণ এশিয়ার উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। দারিদ্র্য বিমোচন দ্রুততর হবে। বাংলাদেশ দারিদ্র্য বিমোচনে ‘‘স্টার পারফরমার'' হিসেবে বিশ্ব পরিমন্ডলে বিবেচিত হবে।

সুধিমন্ডলী,

বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ায় কয়েক শতাব্দী আগে থেকেই স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা কার্যকর রয়েছে। বিভিন্ন সময়ে নাম পরিবর্তন হয়েছে। মোগল আমলের আগে হেডম্যান ও পঞ্চায়েত ছিল। তারপর আসে কতোয়াল, মহল্লা, ইউনিয়ন ও থানা কাউন্সিল। এখন ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, উপজেলা ও জেলা পরিষদ এবং সিটি কর্পোরেশন হয়েছে। জনগণের উন্নত সেবা পাওয়ার লক্ষ্যে সরকারের কার্যকর বিকেন্দ্রীকরণ নিশ্চিত করা হয়েছে। গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়নের সুযোগ হয়েছে। গ্রামীণ অর্থনীতিকে জাতীয় অর্থনীতির সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

বিশ্ব জনসংখ্যার অর্ধেক নারী। উন্নত, স্বল্পোন্নত, উন্নয়নশীল সব বিশ্বেই নারী অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে অবহেলিত রয়েছে। নারীর সামর্থ্যের পুরোটা কাজে লাগানো যায়নি। এর ফলে বিশ্ব উৎপাদনশীলতা কমেছে। প্রত্যাশিত জিডিপি প্রবৃদ্ধি হয়নি। সামাজিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়েছে। তাই আমরা বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারের প্রতিটি স্তরে নারীর জন্য আসন সংরক্ষণ করেছি। পুরুষের সাথে নির্বাচনী প্রতিযোগিতা করার সুযোগ তো আছেই। এর ফলে গ্রামীণ নারীর সার্বিক ক্ষমতায়ন হয়েছে। মা ও শিশু স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছে। শিক্ষার হার বেড়েছে। নারীরা অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সমান অবদান রাখতে পারছে। দারিদ্র্য দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। ৫ কোটি মানুষ নিম্নবিত্ত থেকে মধ্যবিত্তে উন্নীত হয়েছে।

সুধিবৃন্দ,

স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিগণ এলাকার জনগণের আপদে-বিপদে, সুখে-দুঃখে, দুর্যোগকালে তাদের পাশে থাকেন। তাই আমরা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করেছি।  দক্ষতা বৃদ্ধি ও আর্থিক ক্ষমতায়নকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছি। প্রতিষ্ঠানগুলোর আর্থিক ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ করেছি। প্রতিষ্ঠানগুলোর সামর্থ্য বেড়েছে। উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্ত্তত ও বাস্তবায়নে অংশগ্রহণমূলক নীতি অনুসরণ করছে। জনগণ কার্যকর সেবা পাচ্ছেন।

জনগণকে উন্নত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে আমরা ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ, নারায়ণগঞ্জ, কুমিল্লা, রংপুর ও গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন গঠন করেছি। ১৭টি নতুন পৌরসভা গঠন করেছি। ৫৬টি পৌরসভাকে ‘গ' শ্রেণী থেকে ‘খ' শ্রেণীতে এবং ৩০টি পৌরসভাকে ‘খ' শ্রেণী থেকে ‘ক' শ্রেণীতে উন্নীত করেছি। ইউনিয়ন পরিষদগুলোতে নতুন কমপ্লেক্স নির্মাণ করেছি। প্রতিটি স্তরেই জনবল বাড়ানো হয়েছে।

বর্তমান সরকার স্থানীয় সরকারে সুশাসন প্রতিষ্ঠা, দারিদ্র্য বিমোচন, উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা ও অংশীদারিত্ব গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় বিভিন্নমুখী কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে। উন্নয়ন সহযোগীরাও সহায়তা করছেন। সেজন্য তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সুধিমন্ডলী,

আমরা গ্রামীণ অবকাঠামোর উন্নয়ন করেছি। প্রায় ২০ লক্ষ নতুন গ্রামীণ গ্রাহককে বিদ্যুৎ সংযোগ দিয়েছি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সংস্কার করেছি। স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতে কম্যুনিটি ক্লিনিক চালু করেছি। জনগণের ঘরে বসে প্রয়োজনীয় সব তথ্য পাওয়া নিশ্চিতে ইউনিয়ন তথ্য ও সেবাকেন্দ্র চালু করেছি। দুর্গম ইউনিয়নগুলোতে সোলার বিদ্যুতের ব্যবস্থা করেছি। এসব তথ্য কেন্দ্র থেকে জনগণ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, ভূমিসহ সব সেবা পাচ্ছেন। ভর্তি ও চাকুরীর দরখাস্ত করতে পারছেন। মানুষের আয়ের পথ হয়েছে। কর্মসংস্থান হয়েছে।

ইউনিয়ন থেকে সিটি কর্পোরেশন পর্যন্ত সর্বত্র সুপেয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবহার উন্নয়ন করা হয়েছে। বিনামূল্যে ল্যাট্রিন বিতরণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ ৯১ শতাংশ স্যানিটেশন কভারেজ অর্জন করেছে।

সারাদেশে অন-লাইন জন্ম নিবন্ধনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ইউনিয়নে গ্রাম-আদালতের মাধ্যমে জনগণকে বিচারিক সেবা প্রদান করা হচ্ছে। স্থানীয় সরকার জনপ্রতিনিধিদের দেশ-বিদেশে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। পৌরসভার মেয়র ও কাউন্সিলরগণের সম্মানী ভাতা পূর্বের তুলনায় ৩-৪ গুণ বৃদ্ধি করা হয়েছে।

পৌরবাসীকে উন্নত সেবাদানের অবকাঠামো উন্নয়নসহ আবর্জনা ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। পৌরসভার রাস্তাঘাট, ড্রেন, ব্রিজ ও কার্লভাট নির্মাণ, বাজার উন্নয়ন, নিরাপদ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন, শিশু পার্কসহ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে। পৌরসভাগুলোতেও তথ্য ও সেবা কেন্দ্র স্থাপন করা হচ্ছে। পৌরসভাগুলোর উন্নয়নে একটি মাস্টার প্ল্যান প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা ছাড়াও উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ এবং সিটি কর্পোরেশনগুলোর উন্নয়নের মাধ্যমে আমরা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে অধিকতর জনকল্যাণমুখী, দক্ষ এবং কার্যকর প্রতিষ্ঠানে রূপদানের জন্য সর্বাত্মক প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছি।

এই সম্মেলনে দক্ষিণ এশিয়ার স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণ পারস্পরিক আলাপ আলোচনা ও মতবিনিময়ের সুযোগ পাবেন। তাদের চিন্তা, কর্ম-পদ্ধতি ও অভিজ্ঞতা বিনিময় করতে পারবেন। এর মাধ্যমে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা অধিকতর শক্তিশালী, দক্ষ ও জনকল্যাণমুখী হওয়ার সুযোগ পাবে। জনপ্রতিনিধিরা তাদের জনকল্যাণমুখী কার্যক্রম আরো সম্প্রসারিত ও গতিশীল করতে পারবেন।

সুধিবৃন্দ,

আমরা গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করতে বদ্ধপরিকর। এজন্য নির্বাচন কমিশনকে ঢেলে সাজানো হয়েছে। একটি কার্যকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হয়েছে। আমাদের সরকারের আমলে গত ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ৫ হাজার ৫৫১টি নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। এর মধ্যে ১৫টি সংসদ উপনির্বাচন রয়েছে। প্রতিটি নির্বাচনই অত্যন্ত সুষ্ঠু, অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। কোথাও কোনো অভিযোগ উঠেনি। গ্রামীণ জনগণের রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে একটি নীরব বিপ্লব সাধিত হয়েছে। জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

আমরা ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত, গণতান্ত্রিক, শান্তিপূর্ণ, অসাম্প্রদায়িক ও সমৃদ্ধ হিসেবে গড়ে তুলবো। সে লক্ষ্যে সব সেক্টরেই উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার উন্নয়ন করা হয়েছে।

আসুন, সবাই মিলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সোনার বাংলা গড়ে তুলি। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন পূরণ করি।

সকলকে আবারো ধন্যবাদ জানিয়ে আন্তর্জাতিক স্থানীয় সরকার সম্মেলন ২০১৩ এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।